প্রথম আলো

তারিখ ৩০ JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

আলোচনা চক্রে বিশিষ্টজনেরা

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পাকিস্তানি রয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীতে এক আলোচনা চক্রে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো পাকিস্তানি রয়ে গেছে। এবারের পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তনের ধরন আইয়ুব সরকারের সময়ের মতো হয়েছে। বইয়ের এই পরিবর্তন রাতের অন্ধকারে সুনামি হয়ে যাওয়ার মতো, যে সুনামি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতাকে।

গতকাল রোববার সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের উদ্যোগে সেগুনবাগিচায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'সংকটের আবর্তে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা' শীর্ষক এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে অবিলম্বে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর পদক্ষেপ নেওয়া, 'অসৎ' উদ্দেশে পাঠ্যসূচিতে আনা পরিবর্তন, ত্রুটি সংশোধন করাসহ কয়েকটি দাবি জানানো হয়।

পাঠ্যবইয়ে হেফাজতীকরণ করা হয়েছে এমন অভিযোগ করে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অজয় রায় সরকারের উদ্দেশে বলেন, 'হেফাজতীকরণ বন্ধ করুন, না হয় আপনাকেও ছাড়বে না। সরকারের মধ্যে যাঁরা হেফাজতের আছেন তাঁদের শাস্তি বিধান করুন, জনসমক্ষে দাঁড় করান।' পাঠ্যবইয়ে যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তিনি।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক অভিযোগ করেন, ২০১০ সালে করা জাতীয় শিক্ষানীতি ভাসা ভাসা। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত রেখে আরও উন্নত করার দাবি জানান। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করলে আরও তালগোল পাকিয়ে যাবে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, এবারের বইয়ের পরিবর্তন দেখে মনে হয়েছে রাতের অন্ধকারে সুনামি হয়ে গেছে। এই সুনামি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে অসাম্প্রদায়িকতাকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কেউ দায় স্বীকার করছে না। কিন্তু দায় নিচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র।

অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা স্বাধীন হয়নি। বাহাত্তর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা সংবিধানপরিপন্থী।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আজিজুর রহমান। তিনি বলেন, সমন্বয়ের নামে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা হয়েছে। যে ঘৃণ্য অপশক্তি বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চর্চা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন দেখতে চায় না, তারা দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে এমন কিছু পরিবর্তন এনেছে, যাতে কোমলমতি শিশুরা মৌলবাদী হিসেবে গড়ে ওঠে। গণমাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক থেকে বেছে বেছে বেছে বিজ্ঞানমনস্ক সেক্যুলার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রগতিশীল লেখকদের লেখা গল্প-কবিতা হঠাৎ করে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর বাদ দেওয়ার ধরনটা বিগত ষাটের দশকে আইয়ুব সরকারের সময়ে বই-পুস্তকে 'শ্মশান' এর স্থলে 'গোরস্থান' এবং 'জল' এর স্থলে 'পানি' প্রতিস্থাপনের মতো। সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, মৌলবাদ জামায়াত-হেফাজতের সঙ্গে আপস করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করা যাবে না। আগুন নিয়ে খেললে একসময়ে নিজেদের হাতই ওই আগুনে পুড়ে যাবে।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিয়াউদ্দিন তারিক আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা চক্রে আরও বক্তৃতা করেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, নারীনেত্রী রোকেয়া কবীর, শিক্ষকনেতা নূর মোহাম্মদ তালুকদার প্রমুখ।